চিন্তিত লুইস

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে লেস্টার সিটির বিরুদ্ধে নামার আগে চিন্তিত অ্যাটলেটিকোর মিডিও ফিলিপে লুইস।

মাঠে - ময়দানে

চিন্তিত ক্রেগ

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে নামার আগে চিন্তিত লেস্টার কোচ ক্রেগ শেক্সপিয়ার।

শেষ ম্যাচের অবিশ্বাস্য জয় ভরসা জোগাচ্ছে মুম্বইকে

মুম্বই, ১১ এপ্রিল : একটা জয় বদলে দিয়েছে পুরো দলের শরীরী ভাষায়কে। কলকাতার বিরুদ্ধে হারা ম্যাচ জিতে পুণের বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এবার তারা মুখোমুখি গতবারের চ্যাম্পিয়ন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের।

এই ম্যাচ জিততে তরুণ প্রতিভাদের উপরই ভরসা রাখছে মুম্বইয়ের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। যার মধ্যে রয়েছেন নীতীশ রানা ও ম্যাগি ব্রাদার্স হার্দিক ও ক্রুণাল। এবারের বিজয় হাজারে ট্রফিতে একেবারেই ফর্মে ছিলেন না রানা। পরপর তিনটি ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার দরুন নির্বাচকদের চাপে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন দিল্লির কোচ কেপি ভাস্কর। কিন্তু আইপিএলে নিজেকে চমৎকারভাবে মেলে ধরেছেন তিনি। ১৬.১ ওভারে ১১৯/৫ অবস্থা থেকে দ্বিতীয় ম্যাচে মুম্বইকে উঠে আসতে সাহায্য করেন রানা। তাঁর ২৯ বলে খেলা ৫০ রানের ইনিংস মুম্বইকে জেতার দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়। তাঁর পাশাপাশি মুম্বইয়ের অন্যতম বড় ভরসা ক্রুনাল ও হার্দিক পান্ডিয়া। ছোটোবেলায় খুবই গরিব ছিল পান্ডিয়াদের পরিবার। খেলার পরে টিফিন হিসাবে সে সময় তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল একটি করে ম্যাগি। যার থেকে এই দুই ভাইয়ের নাম হয়ে যায় ম্যাগি ব্রাদার্স। গতবারের আইপিএল থেকেই এই দুই ভাইয়ের জনপ্রিয়তা ম্যাগির মতোই তুঙ্গে। কলকাতা ম্যাচে টপ-অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান গম্ভীর, উথাপ্পা ও পাঠানকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে ছিলেন দাদা ক্রুণাল। যার মধ্যে শেষ দুজনের ক্যাচ নিয়েছিলেন দুরন্ত ফিল্ডার হিসাবে পরিচিত হার্দিক। উল্টোদিকে ডেথ ওভারে নিজের আগুনে ব্যাটিংয়ের সুনাম রেখে মাত্র ১১ বল খেলে অপরাজিত ২৯ রান করে দলকে জিতিয়ে ছিলেন ভাই হার্দিক।

এই তিন তরুণ ক্রিকেটারের পাশাপাশি মুম্বইকে ভরসা জোগাচ্ছে মালিঙ্গা, হরভজনদের বোলিং। পুণে ম্যাচে স্মিথদের রান তোলার গতি না আটকাতে পারলেও কলকাতা ম্যাচে কার্যকর বোলিং করেছেন মুম্বইয়ের বোলাররা। অন্যদিকে ডেথ বোলিংয়ে মুম্বই নিশ্চিন্ত যশপ্রীত বুমরাহ থাকায়। তবে শেষ ম্যাচে প্রচুর রান দেওয়ায় বাদ পড়তে চলেছেন মিচেল ম্যাকক্লেঘান। তার বদলে দলে ফিরতে পারেন টিম সাউদি।

অন্যদিকে, পরপর দুই ম্যাচে বড় জয় পেয়ে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী হায়দরাবাদ। প্রথম ম্যাচে অগোছালো বেঙ্গালুরুকে ৩৫ রানে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে তারা ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে শক্তিশালী গুজরাট লায়ন্সকে। গুজরাট ম্যাচে বড় রান করেছে অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার। শিখর ধাওয়ান ছাড়া হায়দরাবাদে সব ব্যাটসম্যানই মোটামুটি ফর্মেই আছে। তবে এই ম্যাচে হায়দরাবাদের প্রধান শক্তি হতে চলেছে দুই অলরাউন্ডার অনরিঞ্চ ও কাটিংয়ের ফর্ম। পাশাপাশি দুরন্ত ফর্মে রয়েছে দলের বোলাররাও। বিশেষত বিপক্ষের চিন্তা বাড়াচ্ছে আফগান স্পিনার রশিদ খানের দক্ষতা। যা নিয়ে চিন্তায় থাকবে মুম্বইও।

ম্যাচ খেলতে মুম্বই পৌঁছাল হায়দরাবাদ দল।

পাহাড়ের মাঠে লিগ জয়ের অক্সিজেনে চোখ বাগানের

শিলং, ১১ এপ্রিল : পাস্ট ইজ পাস্ট। ডার্বি জয় এখন অতীত মোহনবাগানের কাছে। ডার্বি জয়ের হ্যাংওভার কাটিয়ে মোহনবাগান শিবিরের মিশন এখন লাজং এফ সি। আসলে ডার্বি ম্যাচে জয়ের পর ফুটবলারদের মধ্যে একটা গা ছাড়া মনোভাব চলে আসে। সেটা যাতে না আসে সেদিকে কড়া নজর সবুজ-মেরুন কোচ সঞ্জয় সেনের।

ডার্বি জয়ের পর মোহনবাগান আই লিগ খেতাবের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কিন্তু বাগান কোচ বেশ ভাল করেই জানেন কাপ আর ঠোটের দুরত্ব, ট্রফি তোলার ব্যাপারে কতটা সাবধানী থাকতে হয়। আজ বুধবার পাহাড়ের মাটিতে লাজং এফ সি'র বিরুদ্ধে ফুটবলারদের তাই বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন সবুজ-মেরুন শিবিরের কান্ডারি সঞ্জয় সেন। ১৪ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপাতত লিগ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মোহনবাগান। ১৫ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ শীর্ষে রয়েছে আইজল এফ সি। আর ১৫ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ইস্টবেঙ্গল রয়েছে তৃতীয় স্থানে। তাই ম্যাচ ধরে ধরে অঙ্ক কষে লিগের বাকি চারটি ম্যাচে খেলতে চান বাগান সারথি। আচমকা পচা শামুকে পা কাটলে বিপদ। অতীতে দেখা গিয়েছে ডার্বি জয়ের পরের ম্যাচে অপ্রত্যাশিত ফলাফল হয়েছে দুই প্রধানের। এর উপর আজ লাজংয়ের বিরুদ্ধে পাহাড়ে খেলা। বরাবর লাজং বেশ কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের ঘরের মাঠে ওরা বেশ ভয়ঙ্কর। যদিও এবার প্রথম পর্বে ঘরের মাঠে মোহনবাগান ৩-০ গোলে হারিয়েছে লাজং এফ সিকে। ম্যাচের আগের দিন মোহনবাগান কোচ বলেন, ডার্বি ম্যাচ জিতলেও তা এখন অতীত আমার কাছে। লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে লিগের বাকি চারটি ম্যাচেও জয় চাই। তাই লাজং এফ সি ম্যাচে তিন পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না। পাহাড়ি দলটির বিরুদ্ধে দলে খুব ও একটা পরিবর্তন আনতে চান না বাগান কান্ডারি। লাজং এফ সি'র বিরুদ্ধে মোহনবাগান কোচের ভরসা টিম গেম। বাগান সমর্থকদের হার্টথ্রব সনি নর্ডি বলেন, ডার্বি ম্যাচ নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। লিগের চারটি ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য আমাদের। গতবার পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। এবার তাই আমরা বেশ সতর্ক। গত তিন ম্যাচের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়াই লক্ষ্য আমাদের।

সিঙ্গাপুরে মরিয়া সিন্ধু, নাম প্রত্যাহার করলেন সাইনা

সিঙ্গাপুর, ১১ এপ্রিল : সিঙ্গাপুর সুপার সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন ভারতীয় শাটলার সাইনা নেহওয়াল। যদিও মালয়েশিয়ায় ব্যর্থ হওয়ার পর এখানে ভালো কিছু করতে মরিয়া পিভি সিন্ধু।

চোটের জন্য গত এক বছরে বারবার ভুগতে হয়েছে সাইনাকে। তাই এখন থেকে দুটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের মধ্যে বিশ্রামের সময় নিয়ে আপোস করতে চাইছেন না তিনি। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'নিজের খেলায় উন্নতি করার জন্য আমার আরও অনুশীলন করা প্রয়োজন। আমার হাঁটু সম্পূর্ণ সুস্থ। যত অনুশীলন করব আমার পক্ষে ততই ভালো। তাই আমি এখানে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী এই শাটলার আরও জানান, 'এরপর আমি এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ খেলব। পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া সুপার সিরিজ ও সুরিনাম কাপেও খেলব।' প্রসঙ্গত,

সাইনার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব বাড়ল সিন্ধুর।

এ মাসের শেষেই চিনে শুরু হবে এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ।

সাইনা না খেলার সিদ্ধান্ত নিলেও এখানে ভালো কিছু করতে মরিয়া সিন্ধু। এক সপ্তাহ আগে ইন্ডিয়া ওপেন জিতলেও কয়েকদিন আগে মালেয়শিয়া ওপেনের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে সিন্ধুকে। এখানে প্রথম রাউন্ডে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ রিওতে ব্রোঞ্জ জেতা জাপানের নাজোমি ওকুহারা। বর্তমানে বিশ্বের দুই নম্বরে থাকা সিন্ধু এখানে জিতলে র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে আসবেন। ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে লড়াইয়ে রয়েছেন ঋতুপর্ণা দাসও।

ছেলেদের বিভাগে ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম রাউন্ডে চিনের সি ইউকির মুখোমুখি হবেন অজয় জয়রাম। গত মাসে অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স হয়েছিলেন ইউকি। অন্যদিকে মালয়েশিয়া ওপেনে না খেললেও এখানে খেলবেন বলে জানিয়েছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। ছেলেদের ডাবলসে ভারতের ভরসা মানু আত্রি ও সুমিত রেড্ডির জুটি।

আইসিসি'র ইন্টেল-যোগ

মুম্বই, ১১ এপ্রিল : ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল আয়োজিত এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইনোভেশন পার্টনার হিসেবে বেছে নেওয়া হল ইন্টেলকে। আইসিসি'র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'খুবই খুশির সঙ্গে জানানো হচ্ছে যে এবার থেকে ইনোভেশন ও প্রযুক্তির উপর জোর দেবে আইসিসি। এর মাধ্যমে খেলা ও দর্শকদের অভিজ্ঞতা দুইয়ের মানই বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করছি আমরা।' অন্যদিকে ইন্টেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'বিশ্বের দ্বিতীয় জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেটের সঙ্গে আমাদের সংস্থার নাম যুক্ত হওয়ায় আমরা আনন্দিত।' এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হবে জুন মাসে।

আইসিসি ট্রফি ট্যুরের অঙ্গ হিসাবে সমস্ত ক্রিকেট খেলিয়ে দেশগুলিতে ঘুরছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তারই অঙ্গ হিসাবে ট্রফিটি পৌঁছল পাকিস্তানে। সেখানে এক অনুষ্ঠানে কচিকাঁচাদের ভিড়ে ট্রফি ও শাহিদ আফ্রিদি।

আদ্যাপীঠে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার : আজ আদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ পরিচালিত স্কুল ও কলেজগুলিকে নিয়ে হওয়া বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা। এখানে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুই মন্ত্রী প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্ল ও অসীমা পাত্র সহ রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া ও শিক্ষাবিদরা। থাকবেন স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তা ও জনপ্রতিনিধিরাও।

ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে বিপদ বাড়ল ওয়েঙ্গারের

লন্ডন, ১১ এপ্রিল : দুঃসময় যেন শেষ হচ্ছে না আর্সেন ওয়েঙ্গারের। প্রিমিয়ার লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে তার দল আর্সেনাল হারল ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে। যার জেরে তার পদত্যাগ চেয়ে সুর চড়াচ্ছেন সমর্থকরা।

প্যালেসের বিরুদ্ধে ড্যানি ওয়েলব্যাক, অ্যালেক্সিস সাঞ্চেজ, মেসুট ওজিল, থিও ওয়ালকট, গ্র্যানিট ঝাকা, নাচো মনরিয়েল সহ দলের সেরা খেলোয়াড়দেরই নামিয়ে ছিলেন ওয়েঙ্গার। তা সত্ত্বেও গানার্সরা হারল ৩-০ গোলে। খেলার ১৭ মিনিটে আন্দ্রোজ টাউনসেনের গোলে এগিয়ে যায় পালেস। দ্বিতীয়ার্ধের ৬৩ মিনিটে পরের গোলটি করেন জোহান কাবায়ে। দুটি গোলের ক্ষেত্রেই ফাইনাল পাসটি বাড়িয়ে ছিলেন প্যালেসের উইঙ্গার উইলফ্রেড জাহা। দ্বিতীয় গোলের ৫ মিনিটের মধ্যে বিপক্ষকে পেনাল্টি উপহার দেয় আর্সেনাল। যা থেকে গোল করতে ভুল করেননি লুকা মিলিভোজেভিচ। পুরো ম্যাচে ৭৩ শতাংশ বল পজিশন রেখে লক্ষ্যে মাত্র ৩টি শট নিতে পেরেছে আর্সেনাল। বিপক্ষের (২৩০টি) তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ বেশি পাস (৬২৭) খেলেও একটিও সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আর্সেনাল। ৮টা কর্নার পেলেও বিপক্ষের গোল মুখ খুলতে পারেননি ওজিল-ঝাকারা।

অন্যদিকে এবারের ইপিএল জিততে চলা চেলসিকে হারানোর রেশ কাটার আগেই এবার আর্সেনাল বধ করে ফেলল প্যালেস। ৩১ ম্যাচ খেলে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ১৬ নম্বরে থাকা এই দলটি এবারের মতো অবনমন বাঁচিয়ে নেবে বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। অন্যদিকে, ৩০ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে ৬ নম্বরে নেমে আসল আর্সেনাল।

আর্সেনাল বধের পর প্যালেস ফুটবলারদের উচ্ছ্বাস।

ইপিএলের শেষ ৫ ম্যাচে তিনটিতেই হেরেছে দল। যার ফলে কোচের পদত্যাগ চাইছেন সমর্থকরা। এমনকি ম্যাচ চলাকালীন ওয়েঙ্গার বিরোধী পোস্টারও দেখা যায়। এ বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'আমি চাইছি সমর্থকেরা দলের সঙ্গে থাকুন। তবে আমি তাদের দুঃখটা বুঝতে পারছি। দলের পারফর্ম্যান্সে আমার মতো তারাও হতাশ।' যদি এভাবেই চলতে থাকে তবে ১৯৯৭ সালের পর এই প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে পারবে না আর্সেনাল।

কোচ ছাঁটাই আর্জেন্টিনার

বুয়েনস আয়ার্স, ১১ এপ্রিল : আর্জেন্টিনার কোচের পদ থেকে এডগার্ডো বাউজোকে ছেটে ফেলল সেদেশের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে হতাশাজনক পারফর্ম করায় জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বাউজোকে। গত মাসেই পদে এসেছেন অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক কর্মকর্তা। তারপরে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিল মেসিদের দেশের ফুটবল মিয়ামক সংস্থা। সংস্থার প্রধান ক্লদিও তাপিয়া জানিয়েছেন, 'আমি ওকে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছি যে এ এখন আর আর্জেন্টিনার কোচের পদে নেই।' শেষ ম্যাচে বলিভিয়ার কাছে হেরে লিগ টেবিলের ৫ নম্বরে নেমে গেছে আর্জেন্টিনা। লাতিন আমেরিকা গ্রুপ থেকে রাশিয়া বিশ্বকাপে সরাসরি সুযোগ পাবে প্রথম চার দল। পঞ্চম দলকে খেলতে হবে প্লে-অফ। পরের তিন ম্যাচেও তারা পাবে না মেসিকে। এমন পরিস্থিতিতে কোচ বদলের কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে চিন্তিত দেশের ফুটবল মহল।

গুরু-শিষ্যের লড়াইয়ে এগিয়ে দ্রোণাচার্যই

মিউনিখ, ১১ এপ্রিল : যার হাত ধরে শিখেছেন কোচিংয়ের খুঁটিনাটি, এবার তার বিরুদ্ধেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামতে হচ্ছে জিনেদিন জিদানকে। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতীয় সময় বুধবার রাতে জিদানের রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হবে কার্লো আন্সেলোত্তির বায়ার্ন মিউনিখের।

এক মরশুম আগে যখন রিয়ালের কোচ ছিলেন আন্সেলোত্তি, তখন তার অন্যতম সহকারীর তালিকায় নাম ছিল জিদানেরও। বলা চলে এই ইতালিয়ান কোচের হাত ধরেই কোচিংয়ের ব্যাকরণ শিখেছেন জিজু। যদিও গুরুর দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে নামার আগে মোটেই ভালো জায়গায় নেই জিদানের দল। যে ফর্মে মরশুম শুরু করেছিল রিয়াল, এখন তার ধারেকাছেও নেই তারা। গোল খরা দলের এক নম্বর ফরোয়ার্ড ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পায়ে। তার উপর অফ ফর্মে বেল, বেনজেমা সহ একাধিক ফুটবলাররা।

লড়াইটা যে গুরু-শিষ্যের তা মেনে নিচ্ছেন জিদান। জানিয়েছেন, 'এটা অবশ্যই ছাত্র বনাম শিক্ষক। উনি এমন একজন মানুষ যাকে আমি পছন্দ করি এবং যাকে মাদ্রিদের সকলেই পছন্দ করে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, 'রিয়ালের গুরুত্ব কী সেটা সকলেই জানে, আর আমাকে যে কাজ করতে হয় তার ভালো-খারাপ দুটো দিকই আছে। আর আমি দুইয়ের জন্য তৈরি।' শুধু সহকারী হিসাবেই নয়, জুভেন্টাসে থাকালীন আন্সেলোত্তি'র কোচিংয়েও খেলেছেন জিদান।

জিদান নিজের গুরুকে প্রশংসা ভরিয়ে

মিউনিখের পথে রোনাল্ডো।

দিলেও রিয়ালের শেষ সময়টা একেবারেই ভালো কাটেনি আন্সেলোত্তি'র। ২০১৫ সালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার পরের বছর তাকে একপ্রকার তাড়িয়ে দিয়েছিলেন রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেনটিনো পেরেজ। এর আগে রিয়াল ছাড়াও এসি মিলানের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছেন তিনি। ফলে বায়ার্ন এবছর চ্যাম্পিয়ন হলে প্রথম কোচ হিসাবে তিনটি আলাদা দলের হয়ে এই টুর্নামেন্ট জেতার নজির গড়বেন ফুটবল জীবনে দুর্দান্ত মিডফিল্ডার হিসাবে পরিচিত এই ইতালিয়ান কোচ। রিয়ালের সঙ্গে দলের বর্তমান কোচের তিক্ত অতীতের কথা জানেন বায়ার্নের চেয়ারম্যান কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগে। তিনি জানিয়েছেন, 'ও অনেকদিন ধরেই এই ম্যাচটার জন্য স্ট্র্যাটেজি বানাচ্ছে। আমি জানি যেভাবেই হোক ও ম্যাচটা জিততে চাইবে।'

এমনিতে স্প্যানিশ দলগুলির সঙ্গে সাম্প্রতিক সাক্ষাৎ যন্ত্রণাই বয়ে এনেছে বায়ার্নের জন্য। ২০১২ সালে ইউরোপ সেরা হবার পর থেকে যথাক্রমে বার্সেলোনা, রিয়াল ও আতলেটিকোর কাছে হেরে নক-আউট পর্ব থেকে বিদায় নিতে হয়েছে জার্মান দলটিকে। যার মধ্যে ২০১৪ সালে তাদের ৪-০ গোলে হারিয়েছিল রিয়াল। সেই ইতিহাস বদলে দিতে মরিয়া তারা।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা